দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 APR 2009
পৃষ্ঠা … কলাম …

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক বিষয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর পর্যবেক্ষণ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : প্রধানমন্ত্রীর সাথে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেতাদের বৈঠকের প্রেক্ষিতে ঢাকাভিত্তিক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল 'মাদারাসিল আরাবিয়া (বেফাক)-এর পূর্বঘোষিত মহাসমাবেশের কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করা আপাতত স্বস্তির কারণ হলেও পুরো বিষয়টি নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

গত শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে এবং স্থির হয়েছে যে, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন বিষয়ে আলেম ওলামাদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়- কমিশনে কোন আলেম ওলামাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে আলেম ওলামাদের পক্ষে নেতৃত্বদানকারী অনেককে দেখে এ ব্যাপারে খুব বেশী আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। উপস্থিত নেতাদের কারও কারও বিরুদ্ধে জঙ্গী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্কের জোরালো অভিযোগ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্য তালেবানি শাসনের পক্ষে বক্তব্যও রেখেছেন। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সুতরাং তাদের দ্বারা কওমি মাদ্রাসার আধুনিক পাঠ্যক্রম কি চেহারা পাবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের বৈঠকে বসাকে সাধুবাদ জানালেও বৈঠকে কিছু কিছু ব্যক্তির উপস্থিতি জনমনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাচ্ছে। এক দিকে জঙ্গীবাদ দমনে জোর উদ্যোগের কথা বলে অন্যদিকে জঙ্গী সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সাথে সরকার প্রধানের বৈঠক- এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি করে। দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি, রাষ্ট্রকে সেক্যুলার চরিত্রে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা- সরকারের ইত্যাকার অঙ্গীকারের সাথেও বিষয়টি অনেকাংশে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা আশা করি, সরকার যেমন কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকবে তেমনি এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে যা সরকারের অঙ্গীকার, [illegible] উদ্যোগ বিষয়ে জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি করে।